প্রসঙ্গ ঃ লিটল ম্যাগাজিন

দেবদাস আচার্য

লিটল ম্যাগাজিন কাকে বলে?

লিটল ম্যাগাজিন শব্দ দুটির বাচ্যার্থের কোনো অর্থই নেই। ব্যাঙ্গার্থের অর্থটাই আসল অর্থ। বাংলা পত্র-পত্রিকায় ইতিহাসে প্রকৃতপক্ষে কোন পত্রিকাটিকে প্রথম লিটল ম্যাগাজিন বলা যাবে? সবুজ পত্রকে বলা যাবে কি? অন্তত ব্যাঙ্গার্থের দিক থেকে সবুজ পত্রই প্রথম পত্রিকা যার মধে লিটল ম্যাগাজিনের সব গুণগুলিই বর্তমান ছিল। লিটল ম্যাগাজিনের গুণগুলিকে পর পর এভাবে সাজানো যেতে পারে

(১) আকারে ছোটো

(২) ব্যবসায়িক কারণে প্রকাশিত নয়

(৩) অগ্রবর্তী চিন্তাভাবনার ধারক ও বাহক স্বাধীন মনোভাবের প্রকাশক

(৪) পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে নতুন ও মৌলিক চিন্তার জন্ম দেওয়া

(৫) প্রথাবিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধানো ও তাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া

(৬) নতুন নতুন ভাব-ভাষা-আঙ্গিকের জন্ম দিয়ে সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া

(৭) একনিষ্ঠ সাহিত্য চর্চার ভিত্তি রচনা করা

উক্ত লক্ষণগুলির দুই থেকে সাত নম্বর গুণগুলিই প্রকৃত অর্থে লিটল ম্যাগাজিনের একরকম ব্যাঙ্গার্থ গড়ে দিয়েছে। লিটল ম্যাগাজিনের চেহারা দু পাতারই হোক আর দুশো পাতারই হোক—দুই নম্বর থেকে সাত নম্বর গুণগুলির কিছু কিছু অবশ্যই আমরা লিটল্ ম্যাগাজিনে পেতে চাইব।

কেন লিটল ম্যাগাজিন

কোনো কোনা তরুণ লিখতে এসে ভাবতেই পারেন, কেন লিখব এবং কী লিখব? প্রথাসিদ্ধ যে ব্যবস্থাটা সাহিত্যের ক্ষেত্রে চালু আছে, সেখানেই থাকব, না তার বাইরে যাব। এভাবে অনেক তরুণের মনে অনেক প্রশ্ন জমা হতে পারে। সে সব মুক্ত করার জন্যে, নিজের ভাব-ভাবনা অনুযায়ী তার প্রকাশের প্রয়োজনে একটা আশ্রয় প্রয়োজন হতে পারে। প্রতিষ্ঠান তার পক্ষে উপযুক্ত নাও হতে পারে। তার তখন দরকার হতে পারে পছন্দসই একটা বা দুটো লিটল ম্যাগাজিন। এই প্রয়োজনেই অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিনও গড়ে উঠতে পারে।

তবে, লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশের অন্যতম প্রধান কারণ হল একচেটিয়া একটি দুটি প্রাতিষ্ঠানিক সাময়িক সাহিত্যপত্র। বেশির ভাগ তরুণদের সঙ্গে এই প্রাতিষ্ঠানিক সাময়িক সাহিত্যপত্রের নানারকম বিরোধ থাকতে পারে। সাময়িক সাহিত্যের প্রতিষ্ঠানের এক

এবং একমাত্র উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন। আর কোনো দ্বিতীয় উদ্দেশ্য তাদের থাকে না। থাকবেই বা কেন, গুচ্ছের অর্থ ব্যয় করে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে তো আর কেউ দেশোদ্ধারের কাজে নামে না, মুনাফা অর্জনের জন্যেই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। অতএব কাগজটি মুনাফা ভিত্তিক হয়, প্রয়োজন ভিত্তিক হয় না। একজন তরুণকে লালন পালন করার চেয়ে তারা একজন প্রস্তুত লেখককে গুচ্ছের টাকা দিয়ে কিনে নেবে। তাই অ-প্রস্তুত তরুণদের গড়ে ওঠার জন্য লিটল ম্যাগাজিনের দরকার। আবার তরুণদের, ধরা যাক, প্রতিষ্ঠানের পুরো কাজকর্মটাই পছন্দ হল না। তরল গদ্য-পদ্য দিয়ে অসংখ্য বঙ্গীয় পাঠকদের দুপুরে বা অবকাশ সময়ে হাল্কা আমোদ-আহ্লাদ দান করে রোজগারের পথ তার পছন্দ হল না। সে একটা কিছু বলতে চায়, লিখতে চায়, যা অভিনব, যা সাহিত্যের ইতিহাসকে কিছু দিয়ে যাবে, কেবল সাময়িক পত্রে বা প্রতিষ্ঠানের মুনাফা গড়ার কাজে লাগবার নয়, যা হঠাৎ চমকের ব্যাপার নয়। এভাবে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার মানসিক বিরোধ দেখা দিতে পারে, একরকম দ্রোহ দেখা দিতে পারে, তখন তার প্রয়োজন হল লিটল ম্যাগাজিনের আশ্রয়। আবার, ধরা যাক, একদল তরুণ ভাবল যে, তারা একটা সাহিত্যের আন্দোলন গড়ে তুলবে। সেই আন্দোলন সাহিত্যের খোল-নলচে পাল্টে দেবে। এতদিনকার প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত ভাব ভাষার আঙ্গিক যেমন একঘেয়ে তেমন তার ধারণ শক্তিও শেষ হয়ে এসেছে। সমাজ জীবন মানুষের চিন্তা-চেনার অনেক বদল ঘটেছে। কিন্তু তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শব্দ ভাষা আঙ্গিকের তেমন বদল ঘটেনি। এসবের জন্যে একটা গোটা সাহিত্য আন্দোলনই দরকার। প্রতিষ্ঠান তো এসব প্রশ্রয় দেবে না, কারণ, তাতে তাদের ঝুঁকি আছে। মুনাফা হড়কে যেতে পারে। আর কেনই-বা তারা আন্দোলন-টান্দোলন করে সাজানো জিনিস ভেঙে দেবে? এ কেবল করতে পারে যাদের বাটপারের ভয় নেই, তারাই। অতএব, লিটল ম্যাগাজিন। এরকম আরো অনেক দ্বন্দ্ব আছে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান যত একচেটিয়া আর মুনাফা শিকারী হয়ে উঠবে, লিটল ম্যাগাজিন ততই সংখ্যায় আর যোগ্যতায় বাড়বে। আবার প্রীতির সম্পর্ক্য আছে প্রতিষ্ঠানিক সাহিত্যপত্রের সঙ্গে লিটল ম্যাগাজিনের। এটা বোধহয় একটু ভালো করে বোঝা দরকার। আমরা সাদা চোখে এই প্রীতির সম্পর্কটা কিন্তু টের পাই না। একটু ত্যাড়চা চোখে দেখলে এটা ধরা যাবে। প্রতিষ্ঠান যখন, তখন সেটা একটা কারখানাও ধরা যেতে পারে। অ্যামিউজমেন্ট বেচে পয়সা হয়, ভালো মুনাফা হয়। সাহিত্যে একরকম অ্যামিউজমেন্ট পাওয়া যায়। কারখানার নেট-ওয়ার্ক আছে ভালো। তারা বাজার তদন্ত করে দেখে লিটল সাহিত্যে কী কী ধরনের অ্যামিউজমেন্ট বিকুচ্ছে। তারা সেইমতো অ্যামিউজমেন্ট উৎপাদন ও বন্টন করতে লাগল। উৎপাদনের প্রয়োজনে নানারকম কারিগর লাগে। যেমন একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে ইঞ্জিনিয়ার দরকার, তেমন একটা সাহিত্য কারখানায় সাহিত্য তৈরির বিশেষজ্ঞ

কারিগর দরকার। এখন, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার অনেক বিদ্যালয় আছে। সেখানে তারা হাতে কলমে শেখে দক্ষ কারিগর হয়ে উঠেছে। কিন্তু সাহিত্যের জন্যে হাতে-কলমে শিখে দক্ষ কারিগর হওয়ার তো কোনো বিদ্যালয় নেই। সেই বিদ্যালয়ের কাজ করে লিটল ম্যাগাজিন। একটা ইঞ্জিনিয়ার বানাতে বা ডাক্তার বানাতে বা দক্ষ শ্রমিক বানাতে সরকারি খরচ লাগে প্রায় লাখ টাকা। লিটল ম্যাগাজিন বিনে পয়সায় প্রতিষ্ঠানের জন্য এরকম একাধিক দক্ষ সাহিত্য কারিগর বানিয়ে দেয়। কাজেই লিটল ম্যাগাজিনের পিছনে প্রতিষ্ঠানের গোপন প্রশ্রয় থাকে, উস্‌কানি থাকে। প্রতিষ্ঠান চায়, এরা বেঁচে-বর্তে থেকে তাদের জন্যে দক্ষ কারিগর গড়ে দিক বিনে পয়সায়। মুনাফাটা তারা খাবে। অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠানের পটভূমিতে ফেলে মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে রয়েছে তার অম্ল-মধুর সম্পর্ক। অবশ্য এর বাইরেও প্রচুর লিটল ম্যাগজিন আছে, ও থাকবে।

হায়, লিটল ম্যাগাজিন

এবার লিটল ম্যাগাজিনের সামাজিক মর্যাদা কেমন, দেখা যাক। একবার এক হবু প্রতিষ্ঠানের (পরে ভেঙে গেছে) এক শিশু সাহিত্যিক আমাকে বললেন, কোথায় লেখেন-টেখেন? আমি বললাম এইসব নানান লিটল ম্যাগাজিন-ট্যাগাজিনে। তিনি বললেন—হাউসে লেখেন কিনা বলুন। লিটল ম্যাগাজিন আবার কী? ওসব কী কাগজ নাকি! ওসব তো নাবালকদের হাত মক্স করার কাগজ। ঐসব লিটল ম্যাগাজিন-টিন আমার সহ্য হয় না। এখন আপনার বয়স হয়েছে, হাউসে লেখা উচিত। আমি লজ্জিতভাবে বললাম, আমার হয়তো এখনও নাবালকত্ব ঘোঁচেনি। আমার শ্লেষে তিনি একটু নরম হয়ে বললেন, না, তা নয়, আপনি একটু চেষ্টা করে হাউস ম্যাগাজিনের দিকে আসুন। নাম-টাম শুনেছি আপনার। বেশ জমিয়ে গদ্য লিখুন না। লিটল ম্যাগাজিনে পড়ে থাকার কোনো মানে হয়? কী দেয় বলুন তো, লিটল ম্যাগাজিন? আমি সবিনয় বললাম—হাউসে আমি অযোগ্য।

আর একটা ঘটনার কথা বলি, আমরা কয়েকজন বন্ধু, খুব অল্প বয়সে একটা পত্রিকা বের করে তা রাস্তায় বেচতে বেরিয়েছি। একজন তার এক সহপাঠী বন্ধুকে দেখে বলল, চল, ওকে ধরি। ও পড়ে-টড়ে। ভদ্রলোক বিদেশে চাকরি করে। বড়ো পদে। পূজোর সময় বাড়ি এসেছে। একটা চায়ের দোকানে গুলতানি মারছে। আমরা নিশ্চিত যে একটা পত্রিকা বিক্রি হবে। হলও তাই। দে, বলে নিল। নিয়ে এদিক ওদিক উল্টে পাল্টে দেখল। 'অ' পদ্য—বলে পকেটে হাত ঢুকিয়ে পঞ্চাশ পয়সা দিয়ে বলল, নে। আমরা বড়ো খুশি হলাম। কিন্তু আমাদের চোখের সামনে ঐ লোকটা পকেট থেকে দামি বিদেশি একটা সিগারেট বের করল। ম্যাচটা না জ্বালিয়ে কাগজটা পাকিয়ে সেটা চায়ের দোকানের উনুনে চালিয়ে দিল এবং ঐ কাগজের আগুনে তার সিগারেট ধরিয়ে বলল,

বল কেমন আছিস। লিটল ম্যাগাজিন, তাও আবার কবিতার। তার প্রতি ঘেন্না দেখানোর ঐ স্মার্টনেসের কোনো তুলনা হয় না। নিজের অভিজ্ঞতার থেকেই লিটল ম্যাগাজিনের সামাজিক মান-মর্যাদার কিছু ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করলাম। আশা করি, এ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই। উক্ত ঘটনার উদাহরণই অবস্থাটা বুঝিয়ে দেবে।

সব লিটল ম্যাগাজিনই লিটল ম্যাগাজিন নয়

ম্যাগাজিন লিটল হলেই লিটল ম্যাগাজিন হয় না, এটা বলা বাহুল্য। লিটল ম্যাগাজিন স্ক্যানিং করে দেখা যাক এবার। (১) প্রথমত রাবিশ সব লেখা নিয়ে কিছু আবোল-তাবোল আজে-বাজে কাগজ শহরে-গ্রামে ছেপে বেরোয়। তার বেশিরভাগই অনধিকারীর রিপু দমনের চেষ্টা। কিছুর আবার সারস্বত-সাধনার ভঙ্গিমা থাকে, যেন পুতপবিত্র কর্মে থাকা তাদের কর্তব্য। (২) প্রচারধর্মী সাহিত্যের দুর্বলতা মাখানো পত্রিকা (৩) প্রতিষ্ঠানের লেজুড় জাতীয় পত্রিকা, প্রতিষ্ঠান ঘেঁষা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত মানুষরা এসব কাগজে লেখেন। (৪) 'পরিচয়' 'এক্ষণ' 'বারোমাস' প্রভৃতি কিছু কাগজ যারা লিটল ম্যাগাজিনও না, হাউস ম্যাগাজিনও না। এঁরা এক ধরনের স্ট্যাটাস রক্ষা করে দূরে দূরে চলেন। এদের বাদ দিলে যা থাকে, তাই-ই লিটল ম্যাগাজিন।

লিটল ম্যাগাজিনের আর্থিক সমস্যা

প্রকৃত লিটল ম্যাগাজিনের প্রধান সমস্যা দুটি (১) আর্থিক সমস্যা (২) লেখা পাওয়ার সমস্যা। লেখার ব্যাপারে পরে আসছি। আর্থিক সমস্যার ব্যাপারটা দেখা যাক।

লিটল ম্যাগাজিনের বিক্রি তো নাম মাত্র। তাহলে কাগজ চলবে কী করে? কাগজ বেরুবে কী করে? নানা কারণে লিটল ম্যাগাজিন অনেক সময় নিয়মিত থাকে না, তাই গ্রাহক করাও যায় না। নানা চেষ্টা করে বিজ্ঞাপন কিছু যদিও জোটে তাতে কাগজের দামটা হয়। কিন্তু সে টাকা তুলতে ন' মাস ছ'মাস কেটে যায়। কিছু টাকা তোলাই যায় না। অতএব ভরসা পকেটের নগদ পয়সা। ধনীর সন্তানরা খুব কমই সাহিত্য করতে আসে। আসে যারা, তারা নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। তাদের পকেটে পয়সা কোথায়? অতএব, মর্মান্তিক কৃচ্ছ্রসাধন, ট্যুইশানি ইত্যাদি, কখনও বা চাকরির পয়সা থেকে হাফিজ করতে হয়, সংসারের সখ-সৌখিনতা বর্জন করে। এবং তথাপিও, একা পারা যায় না বলে পাঁচ বন্ধুতে মিলিত হতে হয়। এভাবে লিটল ম্যাগাজিনের খরচ তোলা হয়। পাঁচ-বন্ধুতে মিলিত হলে কখনো-সখনো পাঁচরকম মত দেখা দিতে পারে। ফলে গোষ্ঠী ভেঙে যেতেও পারে। সম্পাদনার কাজে অসুবিধে হতে পারে। এবং শেষ পর্যন্ত লিটল ম্যাগাজিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এভাবে, আর্থিক কারণে সম্ভাবনাময় বহু লিটল ম্যাগাজিন চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু থেমে থাকে না। আবার পাঁচ বন্ধু অন্য কোনো পাঁচ বন্ধু একত্রিত হয়ে পয়সা-কড়ি সংগ্রহ করে আর একটি নতুন লিটল ম্যাগাজিনের জন্ম

দেয়। এ কারণেই চির অস্থিরতা লিটল ম্যাগাজিনের ধর্ম হয়ে উঠেছে।

সরকারি বিজ্ঞাপন লিটল ম্যাগাজিনের কপালে নেই। যাঁদের হাতে সরকারি বিজ্ঞাপন থাকে, তারা তো কেউ সাহিত্য-প্রিয় এবং লিটল ম্যাগাজিন প্রিয় মানুষ নন। সরকারি বিজ্ঞাপন পান স্থানীয় সংবাদপত্র, লিটল ম্যাগাজিন পায় না। স্থানীয় সংবাদপত্রের মান মর্যাদাও লিটল ম্যাগাজিনের চেয়ে অনেক বেশি, কারণ তাতে সংবাদ ছাপা হয়, কিছু কিছু সরকারি খবরও ছাপা হয়, সরকারি আমলাদের সঙ্গে নানা প্রয়োজনে স্থানীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকদের খাতির থাকা স্বাভাবিক। অন্য বিজ্ঞাপনের কথা না বলাই ভালো। সে এক ছ্যাঁচড়ামী। এই আর্থিক অনটনের জন্যে লিটল ম্যাগাজিন কখনও তার লক্ষ্যের দিকে এগুতে পারে না। একটা কাগজ একটা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে শুরু হয় ঠিকই, কিন্তু দু-চার পা এগিয়ে তাকে রণে ভঙ্গ দিতে হয়। ফলে সু-সংগঠিতভাবে পাঠকদের কাছে সে স্থায়ী প্রভাব রাখতে পারে না। পাঠকরাও, কখনোই একটা লিটল ম্যাগাজিন টিকিয়ে রাখার কথা ভাবেনি, ভাবেও না। এইভাবে বিজ্ঞাপনদাতা, ক্রেতা, পাঠক কারো কাছ থেকেই লিটল ম্যাগাজিন আর্থিক সহযোগিতা পায় না।

লিটল ম্যাগাজিনের লেখার সমস্যা

লিটল ম্যাগাজিনের লেখা পাওয়া আর এক সমস্যা। যা হয় কিছু রচনা জোগাড় করে ছেপে দেওয়াটা লিটল ম্যাগাজিনের কোনো সৎ সম্পাদকই পছন্দ করেন না। এ বিষয়ে লিটল ম্যাগাজিনের একটা নিজস্ব পরিকল্পনা বা চিন্তাভাবনা কাজ করে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, লিটল ম্যাগাজিনের লেখার অভাব কীসের, পাঁচজন তরুণ একত্রিত হয়ে নিজেদের লেখা ছাপানোর প্রয়োজনেই তো লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ করে। কথাটা খানিকটা ঠিক, বহু লিটল ম্যাগাজিনই হয়তো এরকমই। এরকম চিন্তাভাবনা থেকে বেশির ভাগ লিটল ম্যাগাজিন ছাপা হয়। কিন্তু এগুলো প্রকৃত লিটল ম্যাগাজিন নয়। প্রকৃত লিটল ম্যাগাজিন এরকম হয় না। একটা প্রয়োজনীয় লিটল ম্যাগাজিনই তারা প্রকাশ করতে চায়। তাতে নিজেদের দু-পাঁচজনের পাঁচটি লেখা ছাড়াও অনেক লেখারই তাদের প্রয়োজন হয়। লিটল ম্যাগাজিন স্বাধীন, যথার্থ উন্নতমানের লেখাই ছাপতে চায়, কারণ বহু কষ্টে তাদের পয়সা জোগাড় করতে হয়েছে, কাগজ ছাপানোর জন্য প্রতিটি পাতার প্রতিটি ইঞ্চি জায়গার মূল্য অনেক। তাই সেখানে মূল্যবান লেখা তাদের দরকার হয়। সেক্ষেত্রে ভালো লেখা পাওয়া বেশ কষ্টকর। নতুন স্বাদের, টাটকা স্বাদের তাজা লেখাগুলি তো লিটল ম্যাগাজিনের জন্যেই। কিন্তু এমন লেখা ক'টি পাওয়া যায়? লিটল ম্যাগাজিনের অনিয়মিতর এও একটা কারণ। ঠিক ঠিক লেখাগুলি সংগ্রহ করে উঠতে বেশ সময় লাগে। অনেক ক্ষেত্রেই আশা অনুযায়ী লেখা সংগ্রহই করা যায় না। সত্যিকারের নতুন স্বাদের টাটকা লেখা তো আর ভুরি ভুরি লেখা হয় না।

লিটল ম্যাগাজিন কি শুধু কবিদের জন্য?

আর একটা সমস্যা বেশ জটিল আকারে দেখা দিয়েছে, বরাবরই। লিটল ম্যাগাজিনের উপন্যাস, গল্প, ভালো কোনো বড়ো গদ্য রচনা বেশ কম দেখা যায়। উপন্যাস তো দেখা যাইই না, বলা চলে। গল্পও খুব কম দেখা যায়। লিটল ম্যাগাজিনে জায়গার অভাবে এরকম গদ্য রচনা কমই ছাপা হয়। তবু আজকাল টাটকা স্বাদের মৌলিক গদ্য রচনা দু-চারটি এই লিটল ম্যাগাজিনেই ছাপা হয়। কিন্তু আরো ছাপা হলে ভালো হত। এদিকে নজর দেওয়া দরকার। সাহিত্য সম্বন্ধে লিটল ম্যাগাজিনের মূল্যায়ন, সমালোচনা এসব আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখি। দুঃখের বিষয় লিটল ম্যাগাজিন যথেষ্ট অর্থের অভাবেই উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধের জন্যে উপযুক্ত জায়গা ছেড়ে দিতে পারে না। ফলে কবিতার সংখ্যাধিক্যই থাকে। অবশ্য দু একটি লিটল ম্যাগাজিন আছে যাঁরা শুধু গল্পই ছাপেন। কিন্তু তার সংখ্যা হাতে গুণে বলা যায়।

মূলত, লিটল ম্যাগাজিন কবিতারই কাগজ হয়ে উঠেছে এসব কারণে। মনে হয়, লিটল ম্যাগাজিন কবিতার শিখাটিই জ্বালিয়ে রাখতে তৎপর। এছাড়া কোনো উপায়ও নেই। ষাট দশকের শেষ দিকে শাস্ত্রবিরোধী গল্পকাররাই গল্প নিয়ে যা হোক একটা কিছু করতে চেয়েছিলেন। তাদের মুখপত্র ছিল, যেখানে প্রচুর গল্প ছাপানো হত। হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন গল্পকার, কবি, গদ্যকাররাও। ক্ষুদার্ত-তে কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ সবই থাকত। সেই এক শেষ পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য আন্দোলন, যেখানে গদ্য-পদ্য দুই সমান মর্যাদা পেয়েছে। ষাট দশকের ঐ দুই আন্দোলন কী রেখে গেল, সে অন্য বিচারের বিষয়, কিন্তু সাহিত্য আন্দোলন বলতে যা বোঝায়, তার শেষও হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। এখন এক স্থিতাবস্থা চলছে।

গল্প বা উপন্যাস নিয়ে নতুন কিছু করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। কাগজের অভাবে তা হচ্ছে না। গল্প-উপন্যাসের জন্যে একটি বলিষ্ঠ কাগজ করার সাধ্যও তো কোনো লিটল ম্যাগাজিনের নেই। এদিকটা অন্ধকার থেকে যাচ্ছে, সঙ্গতির অভাবেই।

হ্যাঁ, লিটল ম্যাগাজিনকে আশ্রয় করে কবিতা এক গর্বের জায়গায় পৌঁছতে পেরেছে। কবিরা তাঁদের সত্যিকারের আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন লিটল ম্যাগাজিনেই। লিটল ম্যাগাজিন কবিদের স্বাধীন এবং মুক্ত রাখতে পেরেছে। কবিতা এদেশে কখনোই বিশেষ বাণিজ্য-সফল নয় বলেই, প্রতিষ্ঠানও কবিদের খুব বেশি বিরক্ত করে না। প্রেস্টিজ রাখার জন্যে তাদের দু একজন কবিকে হাতে রাখতে হয়ই, এছাড়া, গোটা কবি সমাজই বর্তমানে লিটল ম্যাগাজিন কেন্দ্রিক। লিটল ম্যাগাজিনই যেহেতু কবিদের শ্রেষ্ঠ জায়গা, তাই কবিরাও যথেষ্ট তৃপ্তির সঙ্গে লিটল ম্যাগাজিন ব্যবহার করেন। এমনকি, প্রতিষ্ঠানের কবিরাও ঐ একই কারণে, লিটন ম্যাগাজিনে জায়গা খুঁজে নিতে প্রয়াসী হন, জায়গা পেলে খুশি হন।

প্রতিষ্ঠানের শক্তি ও লিটল ম্যাগাজিনের শক্তি

আগেই বলেছি, প্রতিষ্ঠান যত শক্তিশালী হয়েছে, যত একচেটিয়া ক্ষমতার প্রসার ঘটিয়েছে, যত বেশি মুনাফা শিকারী হয়ে সাহিত্যকে কেবল বাণিজ্যিক মূল্যে দেখতে আরম্ভ করেছে, ততই লিটল ম্যাগাজিনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। এক সময় ভারতবর্ষ, প্রবাসী, মাসিক বসুমতী প্রভৃতি কাগজ ছিল। এসব কাগজ কেউই একা একচেটিয়া বাজার দখল করতে পারেনি। কেবলমাত্র বাণিজ্যিক মূল্যবোধ দ্বারাই সেসব কাগজ সংগঠিত হত না। সাহিত্যিক মূল্যবোধও তাতে ছিল। সে সময় লেখকরাই ছিলেন এক একজন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান। এখন সে অবস্থাটা ভাবাই যায় না। প্রতিষ্ঠান যাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, এখন সে অতলে তলিয়ে যাবে। প্রতিষ্ঠানিক সংগঠন এখন বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রপ্ত করেছে। সেই জাদু দন্ডের স্পর্শে প্রতিষ্ঠান একজন সামান্য লেখককেও প্রচার, বিজ্ঞাপন, পুরস্কার-এর মাধ্যমে রাতারাতি প্রতিষ্ঠা এনে দিতে পারে। আবার কেউ যদি বেগড়-বাই করে বশংবদ থাকতে না চান তাহলে তাকে পুনর্মুষিক বানিয়েও দিতে পারে। কেন-না, এখন আর কোনো লেখকই ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারেন না, তাই তাদের পায়ের তলাতে মাটি থাকে না। প্রতিষ্ঠান যখন এতটা বলশালী হয়ে ওঠেনি, তখন লিটল ম্যাগাজিনের সংখ্যাও কম ছিল। পঞ্চাশের শেষ দিক থেকে প্রতিষ্ঠান আধুনিক কায়দায় সংগঠিত হতে শুরু করে। এই সময় তারা অল্প বয়সী তরুণ লেখকের একটি গোষ্ঠীকেও প্রায় হাতের মুঠোয় পেয়ে যায়। এঁরা অবশ্যই এঁদের শক্তি সামর্থ্যের কিছু আভাস একটি লিটল ম্যাগাজিনেই রেখেছিলেন। লক্ষণীয় এই যে, ষাট-দশকের গোড়াতে, যখন প্রতিষ্ঠান জাঁকিয়ে বসছে, তখন থেকে লিটল ম্যাগাজিনের জোয়ার আসা শুরু করে। তা ফুলে-ফেঁপে ওঠে ষাটের শেষ থেকে সত্তরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। তারপর একটু ঝিমিয়ে পড়ে লিটল ম্যাগাজিন। কিছুটা অর্থনৈতিক কারণেই। কাগজ ও মুদ্রণের খরচা আকাশছোঁয়া হয়ে যাওয়ার ফলেই। নইলে, ষাটের শেষ থেকে সত্তর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মফঃস্বল শহরে একই সঙ্গে একাধিক লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হতে দেখা গেছে, যার মান কারো কম ছিল না। অনেক গ্রাম থেকেও লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছে তখন। এখন খানিকটা ঝিমিয়ে পড়লেও, এর মধ্যেও মফঃস্বল বা গ্রাম থেকেও অনেক উঁচুমানের পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এভাবে লিটল ম্যাগাজিন একটা অনুভূমিক সাহিত্যচর্চার ধারাকে টিকিয়ে রেখেছে। এই অনুভূমিক ধারাটি ক্রমশ শক্তিশালী হবে এবং আগামীকালের সাহিত্যের বীজ এখান থেকেই সংগৃহীত হবে। এইসব কারণে, প্রকৃত সাহিত্যসেবীর কাছে লিটল ম্যাগাজিনের মূল্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। লিটল ম্যাগাজিনের সামাজিক মূল্য এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে। আগামী দিনের তরুণেরা একনিষ্ঠভাবে যখন সাহিত্য নিয়ে ভাববেন তখন তাদের বহু মূল্যবান রসদ জোগাবে লিটল ম্যাগাজিন।

উপসংহার

১। লিটল ম্যাগাজিনের অনুভূমিক সাহিত্য ধারাটি বজায় রাখার জন্যে আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠা দরকার। এর জন্যে তাদেরও নিজ নিজ স্বাধীন অস্থিত্ব রক্ষা করে একটু সংগঠিত হওয়ার দরকার আছে। ইতিমধ্যে লিটল ম্যাগাজিনের গোষ্ঠী কেন্দ্রিকতা অনেকটাই উঠে গেছে। উদারতার ভাবটি বেড়েছে। নতুন স্বাদের ভালো রচনাকেই, দেখা যাচ্ছে, প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। ফাঁকিবাজি, ওপর-চালাকি এসবকে তেমন প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে না। আন্দোলনের নামে উল্টোপাল্টা কিছু করার প্রবণতাও কমেছে। এখনই সংগঠিতভাবে যথার্থ একটি অনুভূমিক সাহিত্য আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া যেতে পারে।

২। লিটল ম্যাগাজিনকে স্পষ্ট হতে হবে এই অর্থে যে, তার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মধুর সম্পর্কের যে কথা আগে বলেছি, সেটা দূর করতে হবে। নইলে অনুভূমিক সাহিত্য ধারাটির ক্ষতি হবে। মনে রাখতে হবে, কোনো প্রতিষ্ঠানের কারিগর তৈরির মধ্যে লিটল ম্যাগাজিন নেই বা থাকবে না। লিটল ম্যাগাজিনের কোনো কবি বা লেখক প্রতিষ্ঠানে লিখতেই পারেন। সেটা অন্য ব্যাপার। সেটা তাঁর স্বাধীন ইচ্ছার ব্যাপারও বটে, তবে প্রতিষ্ঠানের ঘোলা জল যেন লিটল ম্যাগাজিনে না ঢোকে। যেমন ধরা যাক গুরু প্রণামী। প্রতিষ্ঠানের কেউ হয়তো-বা কারো গুরু। সেই গুরুকে তুষ্ট রাখার জন্যে প্রণামী স্বরূপ কোনো রচনা যেন লিটল ম্যাগাজিনে না প্রবেশ করে। আবার গুরু-শিষ্যের লেখা একসঙ্গে এক কাগজে থাকার মধ্যেও একরকম প্রীতি আছে সেটাও খারাপ। যথার্থ মূল্যায়ন হোক, কিন্তু প্রণামী রচনা বাজে জিনিস। এভাবে প্রতিষ্ঠান লিটল ম্যাগাজিনে ঢুকে পড়তে পারে ও তার অনুভূমিক চরিত্রটি নষ্ট করতে পারে।

৩। সংগঠিত হওয়া এক অর্থে মুশকিল, তাতে ঝুঁকিও থাকে কিছুটা। কিন্তু বিশ-পঁচিশটা লিটল ম্যাগাজিন নিজেদের মধ্যে বসে বিজ্ঞাপন, বিক্রি, প্রচার, পাঠকের দরবারে যাওয়ার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে দেখতে পারেন।

৪। একটি বিষয়ে লিটল ম্যাগাজিনকে সচেতন থাকতে হবে, সেটা হয় লিটল ম্যাগাজিনের লেখকদের বিষয়ে। উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে এদেশে বাঁচিয়ে রাখা খুবই কষ্টকর। উচ্চাকাঙ্ক্ষা দুরকমের হতে পারে, এক আদায়ভিত্তিক, দুই বৈষয়িক। যেসব লেখকের আদর্শভিত্তিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, তাকেই লিটল ম্যাগাজিনের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত। কেননা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিরল এবং এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকেই কিছু কালজয়ী সৃষ্টি আশা করা যেতে পারে। আর এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাকেই এদেশে টিকিয়ে রাখা কষ্টকর। বৈষয়িক উচ্চাকাঙ্ক্ষা সহজলাভের দিক, সহজপ্রাপ্তির দিকে ঠেলে দেয়। ফলে বহু তরুণই বিভ্রান্ত হতে পারেন। সাফল্য সকলেই চায়, বৈষয়িক সাফল্যই কেউ কেউ একমাত্র সাফল্য ভাবতে পারেন। কোনো তরুণ কবি বা লেখক কোন দিকে যাবে সে ক্রমাগত তার প্রমাণ রেখে রেখে

চলে। অনুভূমিকসাহিত্য ধারায় স্থান করে নেয় তো নিক, সে তার সাফল্য এভাবেই ভোগ করুক, বৈষয়িক উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাকে ঐ প্রতিষ্ঠানের তৈরি সাহিত্যধারার দিকেই টেনে নিয়ে যাবে। বলা বাহুল্য যে লিটল ম্যাগাজিনের উদ্দেশ্য একেবারেই এর বিপরীত। লিটল ম্যাগাজিনকে এটা প্রমাণ করা দরকার যে সে আদর্শগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে অনুভূমিকসাহিত্য ধারা রচনা করেছে। এক্ষেত্রে তাকে সচেতন থাকতে হবে, যেন লিটল ম্যাগাজিনের পাতায় বৈষয়িক উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ স্থান না পায়। এতে লিটল ম্যাগাজিনের ধার নষ্ট হবে, চরিত্রও নষ্ট হবে। আদর্শগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাড়া লিটল ম্যাগাজিনের গর্ব করার তো আর কিছু নেই। মনে রাখা ভালো সাহিত্য, জীবনবোধ, মূল্যবোধের উৎস ও আশ্রয়, কেবল ফূর্তির বিষয়ই নয়।

কেবল মুখে প্রতিষ্ঠান বিরোধীতার কথা বলার কোনো মানেই হয় না। প্রতিষ্ঠানের করিগর হব না, লিটল ম্যাগাজিনের কবি বা লেখক হয়ে আজন্ম থেকে যাব, এ কথার কোনো দাম নেই। আদর্শগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাটাই বড়ো কথা। লিটল ম্যাগাজিন এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে, তার সীমিত সাধ্য নিয়েও কতটা পুষ্টি দিতে পারল, কতটা জাগ্রত রাখতে পারল, এটাই বড়ো কথা। এইভাবেই লিটল ম্যাগাজিনের কাঁধে এক বিরাট দায় চেপে বসেছে। বলা চলে, এ দায় লিটল ম্যাগাজিন নিজেই তার কাঁধে তুলে নিয়েছে।